গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সার্ভিলেন্স এন্ড ফোরকাস্টিং অধিশাখা
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.dae.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

জরুরি
সীমিত

স্মারক নম্বর: ১২.০১.০০০০.০১২.৯৯.০০৪.১৮

তারিখ: ২৫ কার্তিক ১৪২৮
১০ নভেম্বর ২০২১

বিষয়: গমের প্রধান প্রধান রোগ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আগাম সতর্ক বার্তা প্রেরণ প্রসংগে

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, এ পর্যন্ত গমের ১৫টি রোগ সনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই ছত্রাক জনিত। গমের রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে গমের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাবে। গম চাষের শুরু থেকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করলে গমের প্রধান প্রধান মারাত্মক রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। সকল অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিস্ট সকল কর্মকর্তাকে গম চাষের শুরু থেকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১. রোগমুক্ত গমের ক্ষেত থেকে সংগৃহীত বীজ বপন করতে হবে;
২. রোগ প্রতিরোধী গমের জাত যেমন-বারি গম-৩২, বারি গম-৩৩ চাষ করতে হবে;
৩. অপেক্ষাকৃত কম সংবেদনশীল জাত বারি গম-২৮, বারি গম-৩০ এর চাষ করতে হবে;
৪. উপযুক্ত সময়ে (অগ্রহায়ণের ০১ থেকে ১৫) বীজ বপন করতে হবে যাতে শীষ বের হওয়ার সময় বৃষ্টি ও উচ্চ তাপমাত্রা পরিহার করা যায়;
৫. বপনের আগে প্রতি কেজি বীজের সাথে ৩ গ্রাম হারে প্রোভ্যাক্স ২০০ ডব্লিউ পি অথবা ৩ মিলি হারে ভিটাফ্লো ২০০ এফ এফ অথবা ৬ গ্রাম হারে কার্বক্সিন ৩৭.৫% + থিরাম ৩৭.৫% ছত্রাকনাশক মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। বীজ শোধন করলে গমের অন্যান্য বীজবাহিত রোগও দমন হবে এবং ফলন বৃদ্ধি;
৬. সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে;
৭. বোরন ঘাটতি জনিত জমিতে শেষ চাষে প্রতি হেক্টরে ১ কেজি বোরন অর্থাৎ ৬ কেজি বোরিক এসিড প্রয়োগ করতে হবে, এত গমে চিটা প্রতিরোধ হবে, প্রতি স্পাইকে দানার সংখ্যা, দানার ওজন ও ফলন বৃদ্ধি হবে;
৮. গমের ক্ষেত ও আইল আগাছামুক্ত করতে হবে।
৯. গম পরিপক্কতার পর জমিতে সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে।
১০. গমের ব্লাস্ট রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবেশীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং এর ১২ থেকে ১৫ দিন পর আরেকবার ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে ৬ গ্রাম নাটিভো ৭৫ ডব্লিউ জি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করলে গমের পাতা ঝলসানো রোগ, বীজের কালো দাগ রোগ এবং মরিচা রোগ দমন হবে। ছত্রাকনাশক ব্যবহারের সময় হাতে গ্লোভস এবং মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে যাতে রাসায়নিক দ্রব্যাদি শরীরের সংস্পর্শে না আসে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে না পারে।
১১. পাতায় মরিচা রোগ (Leaf Rust) দেখা দেয়ার সাথে সাথে প্রোপিকোনাজোল (টিল্ট ২৫০ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে অথবা টেবুকোনাজল (ফলিকুর ২৫০ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
১২. পাতা ঝলসানো রোগ (Leaf blight) দেখা দেয়ার সাথে সাথে প্রোপিকোনাজোল (টিল্ট ২৫০ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে অথবা টেবুকোনাজল (ফলিকুর ২৫০ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

১৩. গমের জমিতে গোড়া রোগ (Foot and root rot) দেখা দিলে কার্বেন্ডাজিম (অটোস্টিন) অথবা কার্বোক্সিন + থিরাম (প্রোভ্যাক্স ২০০ ডব্লিউপি) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় মাটিতে স্প্রে করতে হবে।
১৪. বীজে কাল দাগ রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে প্রোপিকোনাজোল (টিল্ট ২৫০ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

১৫. জমিতে আলগা ঝুল রোগ (Loose smut) রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে আক্রান্ত শীষ আস্তে পলিথিন অথবা চটের ব্যাগে ভরে জমি থেকে তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

১৬. আলগা ঝুল রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে কার্বেন্ডাজিম (অটোস্টিন) প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

- কৃষকগণ যেন উল্লেখিত ব্যবস্থাসমূহ অনুসরণ করে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরাধ করা হলো।

১৫-১১-২০২১
ড.মোঃ আবু সাইদ মিঞা
পরিচালক

অতিরিক্ত পরিচালক (সকল অঞ্চল), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

স্মারক নম্বর: ১২.০১.০০০০.০১২.৯৯.০০৪.১৮/১(৩)

তারিখ: ২৫ কার্তিক ১৪২৮ / ১০ নভেম্বর ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) পরিচালক , সরেজমিন উইং , কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
২) পরিচালক , পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং , কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৩) অতিরিক্ত উপপরিচালক , মহাপরিচালকের দপ্তর , কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

১৫-১১-২০২১
ড.মোঃ আবু সাইদ মিঞা
পরিচালক